বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নং- ১৭.০০.০০০০.০৪০.১৭.০১৬.১৯-২৮২

তারিখ: ২৮ ডিসেম্বর, ২০২০

জনসংযোগ অধিশাখা

বিষয়ঃ নির্বাচন কমিশনের বিবৃতি প্রেরণ।

নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ৪২ নাগরিকের মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট অসদাচারণের অভিযোগের বিষয়ে নির্বাচন কমিশন ২৪ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে বক্তব্য প্রদান করেন। এ বক্তব্যের আলোকে একটি বিবৃতি তৈরী করা হয়েছে। এ বিবৃতির কপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বিবৃতির কপি ৪ (চার) পাতা।

(এস এম আসাদুজ্জামান)
পরিচালক (জনসংযোগ)
ও
যুগ্মসচিব (চলতি দায়িত্ব)
ফোন: ৫৫০০৭৫২০

প্রাপক

সচিব
জন বিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়
বঙ্গভবন, ঢাকা।

নং- ১৭.০০.০০০০.০৪০.১৭.০১৬.১৯-২৮২

তারিখ: ২৮ ডিসেম্বর, ২০২০

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে আপলোডের জন্য)।
২। আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা..... (সকল)।

28/12/20

(এস এম আসাদুজ্জামান)
পরিচালক (জনসংযোগ)
ও
যুগ্মসচিব (চলতি দায়িত্ব)
ফোন: ৫৫০০৭৫২০

অফিসের ঠিকানাঃ
নির্বাচন ভবন, প্লট নং-ই-১৪/জেড, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

যোগাযোগঃ
ফোন ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৬০০ ফ্যাক্স ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৫১৫
ই-মেইলঃ secretary@ecs.gov.bd ওয়েব এড্রেসঃ www.ecs.gov.bd

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন ভবন
আগারগাঁও, ঢাকা

ওয়েব সাইট: www.ecs.gov.bd

তারিখঃ ২৪ ডিসেম্বর ২০২০

বিষয়: 'নির্বাচন কমিশনের অসদাচরণ সম্পর্কে অভিযোগ' বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য:

গত ১৯ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে ৪২ নাগরিক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। অভিযোগটি সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমে তদন্ত করানোর জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করা হয়েছে বলে সংবাদ মাধ্যমে প্রচার হয়েছে।

উল্লিখিত বিষয়ে জনমনে যাতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে না পারে সেজন্য নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে বিষয়টি স্পষ্ট করা প্রয়োজন বলে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য তুলে ধরা হয়। মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব কে এম নুরুল হুদা সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য প্রদান করেন। মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, মাননীয় নির্বাচন কমিশনার বেগম কবিতা খানম ও মাননীয় নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেঃ জেনারেল শাহাদাত হোসেন চৌধুরী (অবঃ) এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ আলমগীর সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

অভিযোগের বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য-

১. নির্বাচনি প্রশিক্ষণের জন্য বক্তৃতা না দিয়ে বিশেষ বক্তা হিসেবে সম্মানী গ্রহণ

কমিশনের বক্তব্য: সুষ্ঠু নির্বাচন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করণ, নির্বাচনী পরিবেশ বজায় রাখা, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর দায়িত্ব পালন, মনোনয়নপত্র বিতরণ, গ্রহণ ও বাছাই, নির্বাচনি কর্মকর্তাদের ভোট গ্রহণ এবং ফলাফল ঘোষণা ইত্যাদি কর্মকান্ডে দায়িত্ব পালনকারি ব্যক্তিদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হয়। জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচনের সাথে ৬ থেকে ৭ লক্ষ লোক মোতায়েন থাকে। তাদের দক্ষতা সৃষ্টির প্রয়োজনে ১৫ বিশেষ বক্তা, কোর্স উপদেষ্টা ও অন্যান্য পর্যায়ের প্রশিক্ষক নিয়োজিত থাকেন। তার জন্য কমিশনের কাছে প্রশিক্ষণ কর্মপরিকল্পনা ও বাজেট উপস্থাপন করা হয়। কমিশন পরীক্ষান্তে তা অনুমোদন করেন। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বিশেষ বক্তাগণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন। কমিশনের সচিব প্রশিক্ষণ কোর্সের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাকে সম্মানী প্রদান করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা টাকা উদ্বৃত্ত থাকলে তা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেন।

কর্মপরিকল্পনায় ১৫ বিশেষ বক্তার সম্মানী ভাতা বাবদ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১,০৪,০০,০০০/- টাকার এবং ৫ম উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের জন্য ৪৭,৭০,০০০/- টাকার সংস্থান রাখা হয়। এসব নির্বাচনে ১৫ বিশেষ বক্তার জন্য কর্মপরিকল্পনায় ২ কোটি টাকার বরাদ্দই ছিল না। সেখানে বক্তৃতা দেয়ার নামে কমিশনারদের ২ কোটি টাকার আর্থিক অসদাচরণ ও অনিয়মের অভিযোগটি ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

The Chief Election Commissioner and Election Commissioner (Remuneration and Privileges) Ordinance 1983 অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনারগণ সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় বিচারপতিদের ন্যায় অন্যান্য সুবিধাদি প্রাপ্য হন। সে বরাতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্ধারণ করা হারে তাঁরা প্রশিক্ষণের সম্মানী প্রাপ্ত হন।

নির্বাচনের যাবতীয় প্রশাসনিক ব্যয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৮৮ অনুযায়ী সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়যুক্ত। নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন, ২০০৯ এর ধারা ৭(১) ও ১৬ অনুযায়ী এই খাতে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত বরাদ্দ ব্যয়ের জন্য কমিশনই চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ। নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন, ২০০৯ এর ধারা ৭(২) অনুযায়ী সকল ব্যয়

অডিট যোগ্য। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি না হলে ব্যয়কৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে ফেরত যায়। সমস্ত প্রক্রিয়া দালিলিক প্রমান ভিত্তিক, এ ক্ষেত্রে আর্থিক অনিয়মের কোন সুযোগ নেই।

সংবিধানের অনুচ্ছেদের ১৪৭(৩) এর বিষয়বস্তু প্রশিক্ষণ প্রদানের সম্মানীর সংগে কোন ভাবেই সম্পৃক্ত নয়। ফলে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪৭(৩) লংঘনের প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক। সংবিধানের এ ধরণের অপব্যাখ্যা অনাকাঙ্খিত।

২. কর্মচারী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি

কমিশনের বক্তব্য: নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ৩৩৯ টি শূন্য পদে টেলিটকের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন আহবান করে ০৫টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। টেলিটকের মাধ্যমে ২,৯৩,৭২৮ টি আবেদন পাওয়া যায় এবং পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্টাডিজ অনুষদকে নৈর্ব্যাক্তিক ও লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের কার্যাদেশ দেয়া হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার জন্য ০৫ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে। তাতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ ও বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন থেকে এক জন করে বহিঃসদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কমিটি ৪১ দিন ব্যাপী স্বাধীনভাবে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ শেষে ফলাফল চূড়ান্ত করে এবং ওয়েবসাইটসহ ৫টি জাতীয় দৈনিক প্রত্রিকায় তা প্রকাশ করে। প্রার্থীমহল থেকে নিয়োগ প্রক্রিয়া এবং ফলাফল নিয়ে একটি অভিযোগও পাওয়া যায়নি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্টাডিজ অনুষদকে নৈর্ব্যাক্তিক এবং লিখিত পরীক্ষার জন্য ক্রস চেকের মাধ্যমে ২,৯৮,৪০,৯২২.৮০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। আয়কর ও ভ্যাট বাবদ ১,১০,৩৭,০৫৩.৬০ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে। প্রার্থীদের নিকট হতে ফি বাবদ আদায়কৃত ২,৪৯,৯০,৪৫০/- টাকা সরকারি কোষাগারে জমা হয়েছে। নিয়োগ প্রক্রিয়াটি ছিল নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ এবং দুর্নীতিমুক্ত। কোন প্রমাণ এবং যাচাই ছাড়াই ৪ কোটি ৮ লক্ষ টাকা দুর্নীতির অভিযোগ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও ভিত্তিহীন।

৩. নিয়ম বহির্ভূতভাবে বিলাস বহুল গাড়ি ব্যবহার করা

কমিশনের বক্তব্য: একজন কমিশনারের প্রাধিকারে ১ টি জীপ ও ১ টি কার রয়েছে। নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে এ কমিশন শপথ নেয়ার দিন অর্থাৎ ১৫-০২-২০১৭ হতে ২২ জুলাই ২০২০ পর্যন্ত প্রায় ৩ (তিন) বছর ৬ মাস প্রাধিকারভুক্ত জীপ গাড়ীটি দিতে পারেনি। আইডিয়া প্রকল্প হতে ০৮-০৭-২০১৫ তারিখে অফিসের কাজে ব্যবহারের জন্য নির্বাচন কমিশনের ০৪ জন ড্রাইভারের দায়িত্বে ০৪ টি জীপ গাড়ী প্রদান করে। সচিবালয় হতে কমিশনারদের প্রাধিকারভুক্ত জীপ গাড়ীটি পাওয়া না যাওয়ায় কমিশনারবৃন্দ সচিবালয়ের কাজের পাশাপাশি জীপ গাড়ীটি অফিসে আসা যাওয়া ও ভ্রমণের কাজে ব্যবহার করেছেন মাত্র।

নতুন গাড়ী ক্রয়ের পর থেকে কমিশনারবৃন্দ তাঁদের প্রাধিকারভুক্ত ২ টি গাড়ীই ব্যবহার করছেন। প্রকল্পের গাড়ী কমিশনারদেরকে নয় অফিসের কাজে ব্যবহারের জন্য সচিবালয়কে দেয়া হয়েছে। তাই নির্বাচন কমিশনার কর্তৃক গাড়ী ফেরৎ দেয়ার প্রশ্ন উঠেনা। অফিসের কাজে প্রকল্প থেকে প্রদত্ত গাড়ী গুলো সচিবালয়ের কর্মকর্তাগণই আগের মত এখনও ব্যবহার করছেন।

কমিশনারবৃন্দ তাঁদের প্রাধিকারভুক্ত একটি জীপ (পাজেরো স্পোর্টস) ও একটি কার (টয়োটা করোলা) এবং এর জন্য নির্ধারিত পরিমাণ জ্বালানীই ব্যবহার করেন। নতুন গাড়ী বিলাসবহুল তো নয়ই তা অতি সাধারণ মানের। নির্বাচন কমিশন গাড়ী বিলাস করেনি, বরং ৩ বছর ৬ মাস প্রাধিকারভুক্ত গাড়ী পায়নি, তারা প্রকল্প থেকে সচিবালয়ের কাজের জন্য দেয়া গাড়ী শেয়ার করে ব্যবহার করেছেন মাত্র। কাজেই নিয়ম বহির্ভূতভাবে তিনটি বিলাস বহুল গাড়ী ব্যবহারের অভিযোগ সম্পূর্ণ অসত্য ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

৪. ইভিএম ক্রয় ও ব্যবহারে অসদাচরণ ও অনিয়ম

কমিশনের জবাব: নির্বাচন প্রক্রিয়াকে গতিশীল ও ত্রুটিমুক্ত করার লক্ষ্যে ইভিএম ব্যবহার করা হচ্ছে। তাতে ভোটদান সহজ হয়েছে এবং দ্রুত ফলাফল প্রচার সম্ভব হচ্ছে। ভোটদান পদ্ধতি সহজ, স্বচ্ছ ও নির্ভরযোগ্য করার জন্য বর্তমানে ভারতসহ বিভিন্ন দেশ সফলতার সাথে ইভিএম ব্যবহার করছে।

ইভিএম ক্রয়:
নির্বাচন কমিশন ইভিএম আমদানি করেনি। সেপ্টেম্বর ২০১৮ সালে একনেক কর্তৃক ইভিএম প্রকল্প অনুমোদনের পর পিপিআর ২০০৮ এর "অর্পিত ক্রয়কার্য" বিধান পদ্ধতি অবলম্বন করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে তা ক্রয় করা হয়। "অর্পিত ক্রয়কার্য" এর শর্তানুসারে ইভিএম সরবরাহ করা হয়। ইভিএম ক্রয়ের কোন তহবিল কমিশনের কাছে ন্যস্ত হয় না। এর বিল সরকারিভাবে সরাসরি সেনাকর্তৃপক্ষকে পরিশোধ করা হয়। এ কাজে নির্বাচন কমিশন কোন আর্থিক লেন-দেনের সাথে সম্পৃক্ত থাকে না। এখানে দুর্নীতির কোন প্রশ্ন ওঠে না।

আমাদের ইভিএম এর কনফিগারেশন/স্পেসিফিকেশন ভারতের ইভিএম এর তুলনায় আধুনিক। ভারতে ব্যবহৃত ইভিএম স্বয়ংক্রিয় ভাবে ভোটারের ফিঙ্গার প্রিন্ট কিংবা স্মার্টকার্ড কিংবা ভোটার নম্বর ব্যবহার করে ভোটারের বৈধতা যাচাই করতে পারে না। সেগুলো কেন্দ্রের ভোটার তালিকার (বায়োমেট্রিকসহ) ডাটাবেজ সংরক্ষণ করতে পারে না। বাংলাদেশের ইভিএম এ উক্ত ফিচারসমূহ সংযুক্ত করার জন্য উন্নতমানের ফিঙ্গার প্রিন্ট স্ক্যানার, কার্ড রিডার, পোলিং এজেন্টগণের সুবিধার্থে ভোটারের ছবিসহ তথ্য এবং ভোটারের প্রদর্শন যোগ্য তথ্য প্রদর্শনের জন্য ডিসপ্লে ইউনিট ইত্যাদি সংযুক্ত রয়েছে। আমাদের ইভিএম উন্নত মানের। সে কারণে দাম বেশী।

সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মতামত উপেক্ষা:
একাদশ সংসদ নির্বাচনের পূর্বে কতিপয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে পরীক্ষামূলকভাবে ইভিএম ব্যবহার করা হয়েছে। তাতে ভোটারগণের ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গেছে। অক্টোবর ২০১৮ মাসে দেশের সকল জেলায় সাধারণ ভোটারদের জন্য ইভিএম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। তাছাড়া, একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে অংশীজনদের জন্য বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ইভিএম প্রদর্শনী ও মত বিনিময় করা হয়। প্রদর্শনীতে সকলের জন্য ইভিএমকে উন্মুক্ত পরীক্ষণ ও ব্যবহারের সুযোগ করে দেয়া হয়। উপস্থিত সাধারণ জনগণের নিকট হতে ইভিএম সম্পর্কে উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া যায়।

যে সব নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার করা হয় সে সব এলাকায় প্রদর্শনী ভোট এবং মক ভোট প্রদানের আয়োজন করা হয় যাতে ভোটার সাধারণ তা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারেন। যারা নির্বাচন পরিচালনা করবেন তাদরেকে ইভিএম এর উপর ব্যাপক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ইভিএম ব্যবহার বিধির উপর প্রচারপত্র বিলি করা হয়। দৈনিক পত্রিকাসমূহে বিজ্ঞাপন আকারে ব্যবহার বিধি প্রচার করা হয়। মোবাইল ফোনে ক্ষুদে বার্তার মাধ্যমে সকল নাগরিকের মধ্যে ইভিএম ব্যবহারের নিয়ম প্রচার করা হয়। ইভিএম সম্পর্কে অংশীজনকে উপেক্ষা করে নয় তাদেরকে শতভাগ সম্পৃক্ত করেই ইভিএম ব্যবহার করা হয়।

বাংলাদেশে নিযুক্ত একাধিক রাষ্ট্রদূত এবং কুটনীতিক আমাদের ইভিএম পরীক্ষা করেছেন এবং তারাও ইভিএম এর প্রশংসা করেছেন।

পেপার ট্রেইল ছাড়াই ইভিএম:
ইভিএম এ ভোটার Voters Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT) ব্যবহারের যান্ত্রিক সমস্যার কারণে পুরো ইভিএম সিস্টেম বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বিধায় VVPAT এর আধুনিক সংস্করণ VVDAT (Voters Verifiable Digital Audit Trail) সংযুক্ত রয়েছে। VVDAT এর ফলে ভোটার ভোট প্রদানের পরে তাঁর নির্বাচিত প্রতীক দেখে নিশ্চিত হতে পারেন এবং প্রতিটি ভোটারের ভোট প্রদানের (ডিজিটাল ব্যালট) তথ্য ইলেকট্রনিক্যালি সংরক্ষিত থাকে, যা পরবর্তীতে বিধি মোতাবেক পুনঃগণনা করা যায়।

০৫. জাতীয় ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনে গুরুতর অসদাচরণ ও অনিয়ম

কমিশনের বক্তব্য: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন একাদশ সংসদ নির্বাচনসহ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করার জন্য সকল ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। ঢাকায় নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের কুটনীতিক একাদশ সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেছেন। নির্বাচন নিয়ে তাঁরা অভিযোগ তোলেননি। আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণ দল সংবাদ

সম্মলেনের মাধ্যমে নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে প্রশংসা করেছেন। ইলেকট্রোনিক ও প্রিন্ট সংবাদ মাধ্যম দিনভর একাদশ সংসদ নির্বাচন নিয়ে কাজ করেছেন। তাদের সংবাদ প্রচারে নির্বাচনে অনিয়ম ও অসদাচরণ হয়েছে বলে দেখা যায়নি। বরং প্রচুর সংখ্যক মহিলা-পুরুষ ভোটার সারিবদ্ধ হয়ে ভোটধিকার প্রয়োগ করেছে বলে প্রচারিত হয়েছে। রিটার্নিং অফিসার এবং সংবাদ মাধ্যম যে সব কেন্দ্রের অনিয়মের উপর প্রতিবেদন প্রেরণ করেছেন কমিশন যাচাই করে সেগুলোর নির্বাচন বন্ধ করে দিয়েছে।

সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে ২০১৮ সালের সংসদ নির্বাচনে অনেকগুলো ভোটকেন্দ্রের ফলাফল বাতিল করা হয় এবং পুনঃ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৯ সালে কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বাতিল করে সেখানে পুনঃনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০২০ সালে ফরিদপুর জেলার চরভদ্রাসন উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বাতিল করা হয়েছে। অভিযোগ সঠিক হলে যে কোন পর্যায়ের নির্বাচন বাতিল করে পুনঃনির্বাচনের প্রচুর উদাহরণ রয়েছে। নির্বাচন কমিশন অনিয়ম সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ আমলে নিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

রিটার্নিং অফিসারগণ ভোটের ফলাফল নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা গেজেট আকারে প্রকাশ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আদালতের আদেশ ব্যতীত গেজেটে প্রকাশিত নির্বাচনি কোন ফলাফল বাতিল বা পরিবর্তনের এখতিয়ার নির্বাচন কমিশনের হাতে থাকে না। সে ক্ষেত্রে আদালত একমাত্র কর্তৃপক্ষ। এ পর্যায়ে কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আদালতের মাধ্যমে প্রতিকার কামনা করতে পারেন। একাদশ সংসদ নির্বাচন বা কোন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ফলাফলে সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি আদালতের দারস্থ হয়ে থাকলেও আদালত থেকে তা বাতিল বা পরিবর্তনের কোন আদেশ পাওয়া যায়নি। অতএব এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনকে দায়ী করে যে বক্তব্য প্রদান করা হয়েছে তা অনভিপ্রেত এবং গ্রহণযোগ্য নয়।

তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে সংসদ এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রতিটি পদে ২-৮ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ভোট পড়ে ৬০-৮০%। টেলিভিশনের বিভিন্ন চ্যানেল নির্বাচনে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণের সচিত্র প্রতিবেদন সরাসরি প্রচার করছে। নির্বাচন কালে পোস্টারে পোস্টারে এলাকা আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। নির্বাচনের প্রতি জনগণের আস্থা চলে গেছে এমন মন্তব্য ভিত্তিহীন।

সরকারি তহবিলের হিসাব নিরীক্ষণ (Audit), কর্মচারি নিয়োগ প্রক্রিয়া, "অর্পিত ক্রয়কার্য", ইভিএম ক্রয় পদ্ধতি এবং তার ব্যবহার, নির্বাচন আইন ও বিধি সম্পর্কে না জেনে না বুঝে অথবা জেনে ও বুঝে বিশেষ উদ্দেশ্যে একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ঢালাও অভিযোগ প্রত্যাখানযোগ্য। এমন মনগড়া অভিযোগ রাষ্ট্রের অভিভাক মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পাঠানো কাম্য নয় যা গর্হিত কাজ এবং নিন্দনীয়।

26/12/20

(এস এম আসাদুজ্জামান)
পরিচালক (জনসংযোগ)
ও
যুগ্মসচিব (চলতি দায়িত্ব)